কমপ্যাক্ট টাউনশিপ ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ

কৃষিজমি রক্ষা, পরিকল্পিত আবাসন, গতিময় অর্থনীতি ও বিকশিত জীবনের জন্য প্রচারাভিযান

সুধী,

ক্ষুদ্র ভূখন্ডের বাংলাদেশ আজ বিপুল জনসংখ্যার ভারে ন্যুব্জ, অন্তহীন সমস্যায় নিমজ্জিত। ক্রমবর্ধমান মানুষের আবাসনসহ বিবিধ প্রয়োজন মেটাতে প্রতি বছর প্রায় এক শতাংশ হারে আবাদী জমি কমছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির এবং কৃষিজমি হ্রাসের বর্তমান হার অব্যাহত থাকলে আগামী অর্ধ-শতাব্দীর মধ্যে প্রিয় উর্বর-শ্যামল মাতৃভূমি ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য হারিয়ে কৃষিজমিশূন্য কষ্ট-কল্পিত এক বস্তির দেশে পরিণত হবে এবং খাদ্য নিরাপত্তা মারাত্মক ঝুঁকির মধ্যে পড়বে।

এই পটভূমিতে কমপ্যাক্ট টাউনশিপ ফাউন্ডেশন আগামী ২৯শে অক্টোবর (২০১৬), শনিবার, সকাল ১০টায় *কৃষিজমি রক্ষা, পরিকল্পিত আবাসন, গতিময় অর্থনীতি ও বিকশিত জীবনের জন্য কমপ্যাক্ট টাউনশিপ* শীর্ষক এক নাগরিক সংলাপ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। অনুষ্ঠানস্থল: সম্মেলন কক্ষ, রেড চিলিজ রেষ্টুরেন্ট (জলেশ্বরী তলা, পিটিআই মোড়), বগুড়া।

নাগরিক সংলাপ অনুষ্ঠানে আপনাকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আপনার অংশগ্রহণ ও মূল্যবান মতামত আমাদের অনুপ্রাণিত করবে।

জনসংখ্যার অতি বৃদ্ধি, কৃষিজমি হ্রাসের পটভূমিতে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আধুনিক নাগরিক সুবিধাদিসহ নিবিড় অখন্ড শহর এবং গতিময় অর্থনীতি গড়ে তোলার প্রচারণার অংশ হিসেবে ২০১২ সালে *কমপ্যাক্ট টাউনশিপ ফাউন্ডেশন* প্রতিষ্ঠিত হয়।

বিনীত,

ড. আবুল হোসেন
সাধারণ সম্পাদক, কমপ্যাক্ট টাউনশিপ ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ
মোবাইল ফোন: ০১৬৮ ০৬০ ০২২৯, ই-ডাক: abuldhaka2009@gmail.com

এ. কে. এম. মাহবুবর রহমান
মেয়র, বগুড়া পৌরসভা, বগুড়া

অপর পৃষ্ঠায় দেখুন

দেশের বর্তমান জনসংখ্যা প্রায় সাড়ে ১৬ কোটি। বৃদ্ধির হার অব্যাহত থাকলে ২০৫০ সাল নাগাদ এই সংখ্যা কমবেশি ২৪ কোটিতে দাঁড়াবে। বিপুল সংখ্যার মানুষের খাদ্য, আবাসন, কর্মসংস্থান, চলাচলের ব্যবস্থা-সংক্রান্ত শত-সহস্র প্রশ্ন আমাদের সামনে। ক্ষুদ্র ভূখন্ডে বাড়তি মানুষের আবাসনে প্রতি বছর কৃষি জমি কমছে প্রায় এক শতাংশ হারে। কয়েক দশক পরে দেশে কৃষি জমিই হয়তো আর থাকবে না। তাহলে অন্নের সংস্থান কোথা থেকে হবে?

নতুন আবাসিক এলাকা, পল্লী জনপদ, শহর-বন্দরকে মহাসড়কের সাথে যুক্ত করতে প্রতি বছর শত শত কিলোমিটার রাস্তা নির্মিত হচ্ছে। বাড়ছে যানজট, সময় মতো কোথাও পৌঁছানো যাচ্ছে না। কাজের সন্ধানে লক্ষ লক্ষ মানুষ ঢুকছে শহর-বন্দরে। নগর-শহরের পরিস্থিতি বিভীষিকাময়। ধারণ ক্ষমতা হারিয়ে নগর-শহর-বন্দর বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়ছে। ধনাঢ্য ব্যক্তিদের অনেকে পাড়ি জমাচ্ছেন বিদেশে। তারা দেশে আর বিনিয়োগেও আগ্রহী নন। বিনিয়োগ কমে যাওয়ার ফলে কর্মসংস্থানও কমছে। এভাবে দেশ ক্রমে অচলায়তনে পরিণত হচ্ছে।

কমপ্যাক্ট টাউনশিপ (সি.টি.) ফাউন্ডেশন মনে করে, এ হেন সমূহ বিপদের ঝুঁকি থেকে দেশকে রক্ষায় পৃথিবীর অন্যান্য দেশের উদাহরণ অনুসরণ করে এবং সকল নাগরিকের আবাসনের অধিকার রক্ষায় গ্রামাঞ্চলে, এলাকার বৈশিষ্ট্য বিবেচনায়, সম্ভাব্য সব রকম আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত নিবিড় অখন্ড শহর অর্থাৎ কমপ্যাক্ট টাউনশিপ গড়ে তুলতে হবে। প্রতি ৫ হাজার পরিবারের জন্য এ রকম একটি করে মোট ৭ হাজার টাউনশিপে ১৪ কোটি মানুষের আবাসন সম্ভব হতে পারে। যার ফলে, নগরমুখী ব্যাপক জনস্রোত বহুলাংশে কমবে এবং জনসংখ্যা-ভারাক্রান্ত নগরসমূহ বাসযোগ্যতা ফিরে পাবে। এজন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন, কৃষিজমি রক্ষা আইন ও নীতি প্রণয়ন এবং কমপ্যাক্ট টাউনশিপ গড়ে তুলতে জোরালো জনমত গঠন ও উদ্যোগ গ্রহণ।

সারাদেশে পরিকল্পিতভাবে এরূপ কমপ্যাক্ট টাউনশিপ অর্থাৎ অখন্ড নিবিড় শহর গড়ে তোলা সম্ভব হলে লক্ষ লক্ষ একর উর্বর ভূমি অবমুক্ত করার মাধ্যমে পরিকল্পিত গতিময় অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্তন এবং বিকশিত জীবন বিনির্মাণ সম্ভব হবে। অন্যথায় আগামী অর্ধ-শতাব্দীর মধ্যে বাংলাদেশ তার ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য হারাবে এবং চরম খাদ্য-নিরাপত্তা ঝুঁকির মধ্যে নিপতিত হবে।